দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

পদোন্নতির নীতিমালা

পদোন্নতির নীতিমালার কথাটা নতুন করে উঠল উপসচিব পদে পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে। বস্তুত নিয়োগ, পদোন্নতি, ইত্যাদি সবকিছুই সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিগ্রাহ্য সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তা না হলে, যে কোন প্রশাসনেই বিশৃঙ্খলা, স্থবিরতা ইত্যাদি অনভিপ্রেত বিষয় দেখা দিতে বাধ্য।

স্বাধীনতার পর গত তিন দশকে প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন কমিটি হয়েছে এবং সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলে বিভিন্ন সুপারিশও প্রণীত হয়েছে। কিন্তু মূল যে বিষয়গুলো নীতিমালায় সন্নিবেশিত হওয়া দরকার সেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয় কিন্তু কার্যত উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ প্রভৃতি দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন উর্ধতন ও গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োগ, পদোন্নতির সিদ্ধান্ত। প্রশাসনে মোটামুটি সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাই এখনও চলছে। এই মাত্র গত নবেম্বর, ২০০২-এ জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রশাসনে উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সামনে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন থাকার কারণে নাকি এ পদোন্নতির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সদস্যরা এ পদে কত সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হবে, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেন না।

ঠিক এই অবস্থায় নতুন একটা ঘাপলার সৃষ্টি হয়েছে। পদোন্নতির জন্য অপেক্ষমাণ দু'হাজার কর্মকর্তার মধ্যে ৮৫ ও তার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে পদোন্নতির যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন ৮শ'র বেশি কর্মকর্তা। কিন্তু শূন্যপদ ৩৭৬ থাকায় বোর্ডের সদস্যরা ৮শ'র ভিতর থেকেই শূন্যপদে পদোন্নতি পেতে পারেন, এ ধরনের ৩৭৬ কর্মকর্তার নামের তালিকা মেধার ভিত্তিতে তৈরি করেছেন। গোলটা লেগেছে সেখানেই, কিংবা তার পর থেকে। গত বৃহস্পতিবারের সর্বশেষ জনকণ্ঠ রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, গোপনে পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে শুধু পাস নম্বর ৮৫ থেকে পাল্টে ৮৩ ধার্য করা হয় এবং সে সংশোধিত নীতিমালা রাতেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিয়ে সেখান থেকে সবুজ সঙ্কেত নিয়ে আসেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। ইতোমধ্যে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি)-এর চতুর্থ দফা সভায় সে নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সংশোধিত নীতিমালায় পাস নম্বর ৮৩ ধরে বিসিএস ৮২ বিশেষ ব্যাচের অধিকাংশ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। এতে বিসিএস ৮৪, ৮৫, ৮৬ ব্যাচের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা সংগঠিতভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের কার্যালয় ঘেরাও করেন। তাঁরা পদোন্নতির জন্য পাস নম্বর বাড়িয়ে তাঁদেরও পদোন্নতি দেয়ার দাবি জানান। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো সুপারিশ নাকি বাতিল করা হয়েছে। এখন আবার নতুন করে সার সংক্ষেপ তৈরির কাজ চলছে বলে ঐ ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

বিষয়টি স্পষ্টতই 'রং হ্যান্ডলিং'য়ের মাধ্যমে জটিল করে তোলা হয়েছে এবং সহজে এর সুরাহা হবে কিনা কেউ বলতে পারে না। নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকলে এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসৃত না হলে প্রশাসনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারংবারই এ ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা মনে করি, জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দফতরের জনবল পর্যালোচনা সচিব কমিটি ইত্যাদি সর্বস্তরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার নীতি ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসৃত হলে নিয়োগ, পদোন্নতি, বিদেশে প্রশিক্ষণসহ প্রশাসনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েই কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আসবে এবং অপচয়, কালক্ষেপণ এসব অনভিপ্রেত অবস্থার অবসান ঘটবে। সর্বস্তরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টিরও কোন অবকাশ থাকবে না। প্রশাসনকে সত্যিকার গণমুখী ও জনকল্যাণকর করা সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক বলে দাবিদার একটি নির্বাচিত সরকারের প্রশাসন সেরকম হওয়াই সর্বতোভাবে কাম্য।